



নীলফামারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনে চরে বেড়াচ্ছে গরু।

-সংবাদ

নীলফামারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ গো-চারণ ভূমি!

আতিয়ার বাড্ডা, নীলফামারী

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তিন কক্ষের টিনসেড ঘর। একটি কক্ষের ছাউনির তিন ভেঙে যাওয়ায় দেখা যাচ্ছে আকাশ। অপর একটি কক্ষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কয়েক জোড়া বেঞ্চ। দীর্ঘদিন এ কক্ষটি ব্যবহার না করায় বেঞ্চের উপর জমেছে ধুলোর স্তর। মেঝেতেও আবর্জনার স্তূপ। তৃতীয় কক্ষটিতে নেই কোন চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ। পুরো কক্ষজুড়ে ধুলো-বালু আর আবর্জনার পুরু স্তর। একটি কক্ষ ব্যবহার হচ্ছে অফিস হিসেবে। এখানেও নেই মানসম্মত চেয়ার-টেবিল। নেই কোন বারান্দা। শিক্ষার্থীদের পদচারণা না থাকায় মাঠে জন্মেছে আগাছা। স্তূপ করে রাখা হয়েছে পাশের বাড়ির খড়কুটো। মাঠে চড়ে গবাদি পশু। প্রতিবেশীরা মাঠে শুকাতো দিয়েছে কাপড়-চোপড়। অফিস কক্ষে নেই জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি। উত্তোলন করা হয় না জাতীয় পতাকা। একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিন কক্ষের টিনসেড ঘরে ভাড়া চালানো হচ্ছে নীলফামারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। গত বৃহস্পতিবার নীলফামারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে গিয়ে দেখা গেছে এমনই চিত্র। সরেজমিনে কলেজে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল এক ব্যক্তি জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত নীলফামারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর টানা ১০ বছর মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের একটি সম্প্রসারিত কক্ষে চালানো হয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। ২০১৬ সালে কানিয়ালখাতা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের একটি পরিত্যক্ত ভাড়াচোরা ঘরে ভাড়া শুরু করা হয় এর পাঠদান। এক বছর মেয়াদি এই প্রশিক্ষণকে ভাগ করা হয়েছে দুটি সেমিস্টারে। এ কোর্সে শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি দেখানো হলেও নেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হাজিরা খাতা আর ক্লাস রুটিন। পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় প্রতি শুক্রবার কিছু শিক্ষার্থী আর দুই/একজন শিক্ষক এলো ও সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থী কলেজে আসেন না। কলেজ ভবনের ছাউনির তিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে সূর্যের খরতাপে ও বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে পারেন না। অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম ঢাকায় অবস্থান করায় তার দায়িত্ব পালন করেন পরিচালনা পর্যদের এক প্রভাবশালী সদস্য। কলেজের অফিস সহকারী মোতাহার হোসেন জানান, অধ্যক্ষ

সিরাজুল ইসলাম ঢাকায় থাকেন। কলেজে তিনি কখনই আসেন না। এখানে যে টাকা পয়সা আয় হয় তার থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেয়ার পর অবশিষ্ট টাকা ঢাকায় তার কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়। পরিচালনা পর্যদের একজন সদস্য এসব দেখাশুনা করেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারী হাজিরা খাতা কলেজে নেই। অন্যখানে রাখা আছে। কলেজ মাঠে খড়ের গাদা, কাপড় শুকানো, আগাছা জন্মানো ও গরু চড়ানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের পাশে মানুষের বসতবাড়ি। সীমানা প্রাচীর না থাকায় তারা মাঠটি ব্যবহার করে থাকে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি ফি আদায় করা হয় সাড়ে ছয় হাজার টাকা। এক বছর মেয়াদি দুই সেমিস্টারের কোর্সে প্রতিজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হয় ৪০ হাজার টাকা। কলেজে কলমে শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি দেখানো হলেও বাস্তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ জনের অধিক নয়। এসব ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি দেখিয়ে অবাধে করা হচ্ছে সনদ বাণিজ্য। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার কোন অনুকূল পরিবেশ নেই। আমরা বাধ্য হয়েই এখানে পড়তে এসেছি। কলেজ পরিচালনা পর্যদের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম জানান, জমি কিনে ভবন নির্মাণ করে নিজস্ব ক্যাপাসে কলেজ স্থানান্তরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়ন আজও হয়নি। এতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাকে দেখানো হয়েছে বুড়ো আঙ্গুল। কলেজের আয় ব্যয়ের কোন হিসাব পরিচালনা পর্যদের কাছে তুলে ধরা হয় না। অধ্যক্ষ ঢাকায় বসে এই কলেজটিকে ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দুকে পরিণত করেছেন। তার এই সীমাহীন দুর্নীতির কারণে কলেজটির আজ এই বেহাল দশা। পরিচালনা পর্যদের অপর এক প্রভাবশালী সদস্য ওয়াহীদুজ্জামান সিদ্দিকী কলেজের কর্তৃপক্ষের পরিণত হয়েছেন। তিনি এখন অলিখিত মালিক। অধ্যক্ষের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে পরিচালনা পর্যদের এই সদস্য আয়ের সব টাকা পকেটস্থ করছেন। নীলফামারীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. শাহীনুর আলম বলেন, এই কলেজ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। এটি আমি দেখিওনি। পরিদর্শনে গিয়ে যদি কোন অনিয়ম পাওয়া যায় তাহলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।